W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 91

NOTE SHEET

17/5/2017

17-5-2017

Enclosed is the news clipping of 'Dainik Statesman' a Bengali daily dated 17th May, 2017, the news item is captioned "পার্ক স্ট্রিটে আগুনের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে হিংস্র পুলিশের সম্মুখীন সাংবাদিকরা"

Commissioner of Police, Kolkata is directed to submit a detailed report within 16th June, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl : News Item dt.17-05-2017.

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

Upload in website.

পার্ক স্ট্রিটে আগুনের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে হিংস্র পুলিশের সম্মুখীন সাংবাদিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি— পার্ক স্ট্রিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশের হাতেই আক্রান্ত হলেন সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিকরা। বেধড়কভাবে দু'জনকে মারধর করা হয়। এমনকি এই দৃশ্য যাতে সংবাদমাধ্যম ক্যামেরা বন্দি করতে না পারে তার জন্য ক্যামেরাও ভেঙে চুরমার করে দেন অপদার্থ পুলিশ কর্তারা।

মঙ্গলবার সকালে পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকার কোহিনুর বিল্ডিয়ের পাশে একটি রেস্তোরাঁয় আচমকা আগুন লাগে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌঁছায় দমকলে। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন গিয়ে প্রায় ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে আগুন লাগার খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে আসেন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। কিন্তু বৈদ্যুতিন চ্যানেলের চিত্র সাংবাদিকরা ভয়াবহ আগুনের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে গেলে তেড়ে আসেন অপদার্থ পুলিশ কর্তারা। সংবাদমাধ্যম এই অগ্নিকাণ্ডের খবর কোনওমতেই ক্যামেরাবন্দি করতে না পারে তার জন্য প্রথম থেকেই বাধা দিতে শুরু করেন এক শ্রেণির বেহায়া পুলিশ কর্তারা।

অন্যদিকে এক সময় দেখা যায় ইটিভির সাংবাদিক সুকান্ত মুখোপাধ্যায় ও চিত্র সাংবাদিক সমীরণ বিশ্বাস খবর সংগ্রহ করতে গেলে মারমুখি হয়ে ওঠে পুলিশ। হিমাদ্রি রায় নামে পার্ক স্ট্রিট থানার এক এএসআই অত্যন্ত কুশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন সাংবাদিক সুকান্তকে। ক্যামেরাও ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। এর পরপরই হালকা বেগুনি গেঞ্জি পরা প্রায় ৬ ফুট লম্বা এক ব্যক্তি ছুটে এসে সুকান্তকে কিল, চড়, ঘুষি মারতে শুরু করে। এমনকি রাস্তায় ফেলে বেধড়কভাবে মারধরও করা হয় তাঁকে। পুরো ঘটনাটি পুলিশের সামনে ঘটলেও নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে তারা। জানা গিয়েছে, মূলত পুলিশের মদতেই ওই ব্যক্তি সাংবাদিককে মারধর করে। অন্যান্য সাংবাদিকরা এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁদেরকেও বাধা দেন বীরপুঙ্গব পুলিশ কর্তারা। পাশাপাশি এই দৃশ্য যাতে কোনওমতেই ক্যামেরাবন্দি না হয় তার জন্য আলোকচিত্রীদেরও ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এমনকি ইটিভির আলোকচিত্রীর ক্যামেরাও ভেঙে দেয় এক পুলিশ। এই ঘটনায় হিংস্র পুলিশের যে মারমুখী রূপ ধরা পড়েছে তাতে করে প্রশ্নের ঝড় উঠেছে সর্বত্র। পুলিশের অমানবিকতা যে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তা এদিনের ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

বিশিষ্টজনেরা এই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের কথায়, যখন বিপদে পড়েন পুলিশ কর্মীরা কিংবা কারওর দ্বারা আক্রান্ত হন তখন সাংবাদিকদেরই দ্বারস্থ হন তাঁরা। আবার সেই পুলিশই নিজেদের স্বার্থে সাংবাদিকদের নিগ্রহ করতে পিছপা হয় না।

তবে কে এই গেঞ্জি পরা লোকটি? একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশের হয়েই কাজ করে এই ব্যক্তি। পুলিশের গাড়ি চালাতেও দেখা গিয়েছে তাকে। অভিযোগ উঠেছে পার্ক স্ট্রিট থানার বড় কর্তাদের নির্দেশেই এদিন সাংবাদিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সুকান্তকে মারধর করে।

এদিকে এদিন ব্রিফিং-এর সময়ে এই ঘটনা নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (৩) সুপ্রতিম সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সাংবাদিকদের তরফে একটি ভিডিও দেখানো হয় তাঁকে। ভিডিওটিতে বেগুনি গেঞ্জি পরা লোকটিকে নির্মমভাবে মারধর করতে দেখা গেছে সুকান্তকে। কিন্তু ভিডিওটি দেখার পর আত্মসমালোচনা তো দূরের কথা, সুপ্রতিম সরকার বলেন ভিডিওটিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে লোকটি মারছে তাকে পুলিশ সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তাঁর মতে পুলিশ তো লোকটিকে ঠিক সময়ে সরিয়ে নিয়েছে। সুতরাং পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করাটা উচিত নয়। তবে সাংবাদিকরা প্রশ্ন তুলেছেন ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হল না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সুপ্রীতমবাবু নীরবতা অবলম্বন করেন। পরে অবশ্য তিনি বলেন, অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। কিন্তু বিশিষ্ট মহলের মতে, যেখানে খোদ পুলিশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ সেখানে তদন্ত প্রক্রিয়া আদৌ কতটা এগোবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে।